শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রক্টরীয় নীতিমালা

১। প্রক্টর উপাচার্যের নিকট সরাসরি দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা। তাঁহার পদমর্যাদা হলের প্রাধ্যক্ষের সমতুল্য। তাঁহাকে তাঁহার নিকট দায়ী সহকারী প্রক্টরবৃন্দ সহায়তা করিবেন এবং সহকারী প্রক্টরের পদমর্যাদা হলের সহকারী প্রভোস্টের সমতুল্য হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রক্টর এবং সহকারী প্রক্টরবৃন্দ সাধারণ ক্ষেত্রে একনাগাড়ে তিন বৎসর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

২। প্রক্টরের প্রধান দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ হইবে

(ক) তিনি হলসমূহের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলা ও আচরণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(খ) তিনি উপাচার্য কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্বসমূহও পালন করিবেন।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালীন শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাধারণ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিক্ষাভবনে প্রক্টর বা একজন সহকারী প্রক্টর অবস্থান করিবেন। এতদ্-উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অধিকর্তার সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রত্যেক স্কুল হইতে একজন সহকারী প্রক্টরের স্বাভাবিক কর্মস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি শিক্ষাভবন হয়।

৪। (ক) প্রক্টর হলসমূহের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শোভন আচার-আচরণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে। তাহারা প্রক্টর বা সহকারী প্রক্টর অথবা যেকোনো শিক্ষককে চাহিবামাত্র ইহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শহরের কোনো কোনো এলাকা বা স্থানকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করিতে পারে এবং প্রক্টর এই নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপাচার্যের গোচরে আনিবেন।

৫। (ক) উপাচার্য উপর্যুক্ত বিবেচনা করিলে তাঁহার শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতা প্রক্টরের নিকট অর্পণ করিতে পারেন। উপাচার্য প্রক্টরকে অর্পিত এইরূপ ক্ষমতা সম্পর্কে স্থায়ী আদেশ প্রদান করিবেন।

(খ) শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা অশালীন আচরণের জন্য যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ জরিমানা করিবার ক্ষমতা ডিসিপ্লিন বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রক্টরের থাকিবে। এইরূপ পদক্ষেপের তথ্য প্রক্টর সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষ এবং উপাচার্যের গোচরে আনিবেন।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত সংসদ বা সমিতি ব্যতীত কোনো ক্লাব বা সোসাইটি বা ছাত্রসংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতীত গঠন করা যাইবে না। প্রক্টরের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বা কোনো ভবনে কোনো পার্টি বা আপ্যায়ন অনুষ্ঠান করা যাইবে না অথবা কোনো ছাত্র-ছাত্রী বাদ্যযন্ত্র বা মাইক ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এই নিয়মের লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঘ) কোন ছাত্র-ছাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পদের বা কোন বাগানের ক্ষতিসাধন, অঙ্গ বিকৃতি বা ধ্বংসসাধন করে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে চলা-ফেরার, চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার এবং সাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন পার্কিং এর নিয়মাবলি যথাযথ পালন না করে তবে প্রক্টর তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) নির্দিষ্ট বোর্ড বা স্থান ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন বা আবাসিক হলের কোনো দেয়ালে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো যানবাহনের গায়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের কোনো বৃক্ষে ছাত্র-ছাত্রী কোন কিছু লিখিতে অথবা কোনো পোস্টার বা লিফটে আটকাইতে পারিবে না। এই নিয়মের লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(চ) বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মকর্তার প্রক্টরীয় ক্ষমতা থাকিবে এবং প্রয়োজনবোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইরূপ পদক্ষেপের তথ্য প্রক্টরের গোচরে আনিতে হইবে।

(ছ) জরুরি অবস্থায় প্রক্টর বা সহকারী প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্য পালনকালে যেকোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাহায্য চাহিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের দায়িত্ব হইবে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র-ছাত্রী একক বা যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে, গবেষণাগারে এবং গ্রন্থাগারে উপস্থিত হইতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। এই নিয়মের লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুল ও বিভাগ বা স্বীকৃত ছাত্র সংসদ কর্তৃক আয়োজিত সভা ব্যতীত ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য কোনো ধরনের সভা প্রক্টরের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন, আবাসিক হলের কোনো করিডোর, বারান্দায় বা আবাসিক এলাকায় কোনো ছাত্র-ছাত্রী একক বা যৌথভাবে কোনো শ্লোগান দিতে বা মিছিল করিতে পারিবে না। এই নিয়মের লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রছাত্রী-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভবনের কোনো দরজা, গেইট বা অন্য কোনো স্থানে তালাবদ্ধ করিয়া বা অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া যাতায়াত বা স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(খ) কোনো বহিরাগতকে সাথে করিয়া ক্যাম্পাসে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

(গ) কোনো প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, ছোরা, ডেগার, চাকু, ক্ষুর, রামদা, কিরিচ, রড, কুড়াল বা অন্য কোনো প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতে বা সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো যানবাহন ক্ষতি সাধন, জোরপূর্বক আটক বা উহার গতি পরিবর্তন করিয়া স্বাভাবিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

উপরোল্লিখিত উপ-ধারাসমূহের লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৯। শৃঙ্খলাভঙ্গ বা অসদাচরণের জন্য কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রক্টর, সহকারী সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫০০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা, হল থেকে বহিষ্কার, বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাতিল করিতে পারিবেন। তবে বিষয়টি উপাচার্যকে অবহিত করিতে হইবে এবং উপাচার্য প্রয়োজনবোধে সিন্ডিকেটকে অবহিত করিবেন।

যদি প্রক্টরীয় নীতিমালাকমিটি অভিযুক্তদের অধিকতর শাস্তিযোগ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে তবে অতিরিক্ত শাস্তির জন্য প্রক্টরীয় নীতিমালাকমিটি শৃঙ্খলাবোর্ডের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন। শৃঙ্খলা বোর্ড প্রয়োজনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অন্যান্য যে-কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাহাদেরকে চিরতরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবে।

১০। প্রক্টরীয় নীতিমালা কমিটি

(ক) পরিচালক, ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা	সভাপতি
(খ) হলের প্রভোস্টবৃন্দ	সদস্য
(গ) সহকারী প্রক্টরবৃন্দ	সদস্য
(ঘ) প্রক্টর	সদস্য-সচিব

এই কমিটি প্রক্টরীয় নীতিমালানীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা করিবেন প্রয়োজনবোধে প্রক্টরীয় নীতিমালানীতিমালা সংশোধন ও সংযোজনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন।